কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু

সদেরা সুজন

সন্ত্রাসীদের হামলায় রক্তাক্ত প্রখ্যাত সাহিত্যিক অধ্যাপক ড.হুমায়ুন আজাদ - আজকের কাগজ

না, শিরোনামটা আমার দেওয়া নয়। আমার প্রিয় লেখকদের মধ্যে একজনের প্রকাশিত একটি কবিতা বইয়ের নাম 'কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু'। যে লেখকের সব বই পড়ার সুযোগ না হলেও অনেক বই পড়েছি। লেখক ও কবির নাম হুমায়ুন আজাদ। গত পরশু ২৭ ফেব্রুয়ারি মহান একুশের স্মৃতি বিজড়িত মাসে বাংলা একাডেমির একুশের বই মেলা থেকে বাসায় ফেরার পথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধীতাকারী রাজাকর-আলবদর-আলসামস-মৌলবাদী-ধর্মব্যবসায়ী ঘাতকরা তাঁর ওপর আক্রমন করেছে। তাঁর অপরাধ ছিলো তিনি সত্য কথা বলেন। রাজাকার আর ধর্মব্যবসায়ী ঘাতকদের মুখোষ উন্মোচন করেছেন। তিনি 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' বলে একাত্তরের নরঘাতকদের ওপর একটি বই বের করে রাজাকার নামের হায়নাদের কথা তুলে ধরেছিলেন। গতকাল ইন্টারনেটে বাংলাদেশের অগ্রগন্য সাহিত্যিক কবি হুমায়ুন আজাদের রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত শরীর দেখে শিহরিত হয়েছিলাম। ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল কী হচ্ছে বাংলাদেশে। হুমায়ুন আজাদ এখন জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে।

প্রখ্যাত সাংবাদিক মানিক সাহার রক্তের দাগ শুকানোর আগেই আর একটি অচিন্ত্যনীয়, অভাবনীয়- একটি সভ্য গণতান্ত্রিক দেশে এমন নৃশংস দুর্বৃত্ত কর্মের ঘটনার খবর আমাদের শোনতে হলো, যা আমি মর্মাহত ও শোকাহত। এরকম একটি ঘটনার নিন্দা কিংবা ধিক্কার জানানোর ভাষা আমার নেই। নেই কোন উপযুক্ত শব্দও। ড. আজাদের কি অপরাধ? কেন বার বার কবি-সাংবাদিক সাহিত্যিকরা এসব জানোয়ারদের টার্গেট হচ্ছেন? কবি শামসুর রাহমানের ঘটনাও দেশবাসী নিশ্চয় ভুলেননি।

৬/২/১৯৯১ সালের একুশের বই মেলায় আমার যাবার সুভাগ্য হয়েছিল। আমার স্ত্রী রুবীও সঙ্গে ছিলেন। আগামী প্রকাশনীর ষ্টলে যেতেই দেখলাম কবি-সাহিত্যিক এবং অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ আগামীর ষ্টলে বসে পাঠক ও শুভাকাঙ্খিদেরকে তাঁর বইতে অটোগ্রাফ দিচ্ছেন। আগামী প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী ওসমান গণি আমার পরিচিত মানুষ। যদিও এরপূর্বে আর কখনো দেখা হয়নি, কিন্তু ফোনে প্রাই কথা হতো বই প্রকাশের ব্যাপার নিয়ে। যাক, ওসমান ভাই-ই আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন কানাডা থেকে গিয়েছি বলে। আমি কবি হুমায়ুন আজাদের একটি বই'র ওপর একটি অটোগ্রাফ নিয়েছিলাম যা এখনও আমার কাছে সযত্নে রেখেছি শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায়।

ধর্মের নাম নিয়ে রাজাকার-আলবদররা যা ইচ্ছা তা করতে পারে। তাদের প্রতিবাদ করা যাবে না। ধর্ম কী এতই ছোট বিষয় যে ধর্ম নিয়ে একটু আলোচনা সমালোচনা করলেই ধর্মহানী হয়ে যায়। এসব ধর্মব্যবসায়ীরা সারা পৃথিবী চেয়ে গেছে। বাংলাদেশের মতো কানাডায়ও ধর্মব্যবসায়ীরা এখন জেহাদ ঘোষণা করেছে। একটি পত্রিকায় প্রকাশিত দু'টি লেখার জন্য আগামী সাপ্তাহে টরেন্টোতে ধর্ম অবমাননার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চিন্তাবিদরা সমবেত হয়ে প্রতিবাদ সভা হবে বলে অন্য একটি মৌলবাদী পত্রিকা উসকানী দিয়ে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে কানাডার মতো ধর্ম

নিরপেক্ষ ও স্বাধীন মত প্রকাশের দেশে সম্প্রীতি নষ্ট করে কানাডায় বাংলাদেশী সমাজের মধ্যে মারামারি হানাহানির চেষ্টা করছে বলে অনেক পাঠক অভিমত ব্যক্ত করছেন।

রাজাকার নামের হায়নারা জানেনা কলম মহাকালের মৃত্যুঞ্জয়ী, মুত্যুহীন স্বাক্ষর। লেখকের প্রানহানী ঘটলেও লেখা উজ্জল নক্ষত্রের মতো গেঁথে থাকে পাঠকের হৃদয়ে। সুসাহিত্যিক-গবেষক ড. হুমায়ুন আজাদের প্রাননাশের চেষ্টাই বাংলাদেশের মানুষকে প্রমান করে দিয়েছে বাংলাদেশ এখন যেতে বসেছে। কোন নরকে বসবাস করছে বাংলাদেশের মানুষ। স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতক মৌলবাদীদের রক্তাক্ত উদ্যত হাত সারা মানচিত্রে আজ কত প্রসারিত। আমি বর্তমান সরকারের কাছে এমন জঘন্য বর্বরোচিত ঘটনার বিচার চেয়ে কলমের কালি নষ্ট করতে চাই না, কারণ বর্তমানে বাংলাদেশের মতো দেশে এসব ঘটনার বিচার চাওয়া বেমানান। শুধু শাসকদলের মিথ্যাচার আর সুশীলসমাজের ওপর নির্যাতনে আমাকে এই প্রবাস থেকেও ক্ষত-বিক্ষত করে। হে কবি, কোটি কোটি মানুষের অন্ত র্ভেদী আর্তনাদ আর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় মৃত্যুকে জয় করে জেগে উঠুন।

পরিশেষে বলতে চাই, কবি হুমায়ুন আজাদ, আপনি হয়তো ভুল করে লেখেছেন বইটির নাম ‘কাফনে মোড়া অশ্রবিন্দু’ বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থায় আসলে আপনার লেখা উচিৎ ছিলো **‘কাফনে মোড়া বাংলাদেশ আর জননী জন্মভুমি’**।

২৭.২.২০০৪